একক ১৩ ❐ বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ প্রস্তাবনা

১৩.৩ বক্তা-শ্রোতা

১৩.৩.১ বক্তা

১৩.৩.২ শ্রোতা

১৩.৪ উপলক্ষ্য

১৩.৪.১ ভাষারীতির বদল

১৩.৪.২ উচ্চতম ভাষা-দ্বিবচন

১৩.৫ দ্বিভাষিকতা

১৩.৬ রেজিস্টার

১৩.৭ সমাজভাষা-সামাজিক স্তর

১৩.৮ মিশ্রভাষা

১৩.৮.১ প্রিজিন ভাষা

১৩.৮.২ ক্রেওল ভাষা

১৩.৯ সারাংশ

১৩.১০ অনুশীলনী

১৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

- সমাজ আর ভাষার ব্যবহারগত দিকটির সম্পর্ক বোঝা যাবে।
- বক্তা আর শ্রোতার সঙ্গে বিষয়বস্তু-উপলক্ষ্য স্থান-সমাজ ইত্যাদির সম্পর্ক আছে তা উপলব্ধি করা যাবে।

- পাশাপাশি অবস্থিত ভাষাগুলির সম্পর্ক-মিশ্রণ কিংবা গ্রহণ বর্জন প্রভৃতি বিষয় বোঝা যাবে।
- সমাজের নানা স্তরের ও নানা শ্রেণির মানুষের ভাষা যে আলদা তা বোঝা যাবে।

১৩.২ প্রস্তাবনা

বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান অনুসারে Bright ও Fishman-এর তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র সরকার জানিয়েছেন যে, Fishman আমাদের কাছে একটা ফর্মূলামতন করে দিয়েছেন। আমাদের দেখতে হবে কে বলছেন বা লিখছেন। কোন ভাষায় বলছেন, কাকে বলছেন, কখন বলছেন এবং কোন উদ্দেশ্যে বলছেন। এ দিকগুলি দেখতে হবে। পবিত্র সরকারের দেওয়া মডেলটি প্রাথমিকভাবে মনে রেখে আমরা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষ দিকগুলি এক এক করে আলোচনা করব।

১৩.৩ বক্তা-শ্রোতা

কথোপকথনের প্রধান তিনটি উপাদান বক্তা-শ্রোতা এবং কোন উপলক্ষ্যে কথা বলা হচ্ছে সেই উপলক্ষ্যটি সমাজভাষাবিজ্ঞানে এই তিনটি উপাদান বিশেষ জরুরি। কথোকথনের নানা পার্থক্য এই তিনি উপাদানের ওপর প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে। তাই সকল সমাজ ভাষাবিজ্ঞানী এই দিকগুলির কথা আলোচনা করেছেন।

১৩.৩.১ বক্তা

বক্তা বা প্রেরক (Sender) এর কথা ব্রাইট ও ফিশম্যান উভয়েই বলেছেন। ডেল হাইমস ও ব্রাইট একে বলেছেন Sender বা কর্তা প্রেরক। এখানে বক্তার সামাজিক পরিচয় জানতে হবে। তার শিক্ষা এবং জীবিকা জানতে হবে। নারী না পুরুষ তা জানতে হবে। বয়স জানতে হবে, জাতিগত পর্যায় জানতে হবে। তার আর্থিক অবস্থা জানতে হবে। এর ওপর তার সমাজ উপভাষা (sociolect) নির্ভর করে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

১৩.৩.২ শ্রোতা

ব্রাইট বলেছেন receiver আর ফিশম্যান বলেছেন—to whom অর্থাৎ গ্রাহক বা শ্রোতা। কাকে বলা হচ্ছে তার ওপর ভাষার রূপ নির্ভর করে। গুরুজন, সমবয়স্ক বা বন্ধুবান্ধব বা অপরিচিত লোকজন ভেদে আমরা নানারকমভাবে কথা বলি। ফলে, শ্রোতা অনুযায়ী ভাষারীতি বদলাই। যেমন, বাড়িতে বাবা মার সঙ্গে যখন কথা বলি সে কথায় নৈকট্য থাকে কিন্তু তার সঙ্গে থাকে শ্রদ্ধা। ছোট শিশুর সঙ্গে কথা বলার সময় আদরের ভাষা ব্যবহার করি। পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক কথা বলি। আপিসে ব্যবহার করি ফরম্যাল বা প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নৈকট্যবাচক ভাষা ব্যবহার করি।

১৩.৪ উপলক্ষ্য

ব্রাইট বলেছেন 'Setting' বা উপলক্ষ্য। ফিশম্যান বলেছেন 'When' বা কখন কথা বলছি। বক্তা-শ্রোতা ছাড়া তৃতীয় বিষয়টি হল কোন্ উপলক্ষ্যে কথা বলা হচ্ছে তা লক্ষ্য করতে হবে। ইংল্যান্ডের ভাষাবিজ্ঞানীগণ এই উপলক্ষ্য অনুসারে ভাষারীতি বদলকে বলেছেন রেজিস্টার। কখন একজনের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে আর কখন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে—তার ওপর ভাষা বদলে যাচ্ছে বলে ফিশম্যান জানান। ডিউমার দেখিয়েছেন উপভাষা অঞ্চলে জার্মান ছাত্ররা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাই জার্মান বলছে আর বাড়িতে নিজেদের ভাষায় কথা বলছেন। একজন মানুষের সামাজিক ব্যবহারে ভাষার এই বৈচিত্র্যকেই উপলক্ষ্য অনুসারে ভাষা ব্যবহার বলে চিহ্নিত করা যায়। ডিউমার অনুসারে,

Social Variety বক্তার নিজের ভাষা বৈচিত্র্য।

Functional Variety বক্তা শ্রোতার interation, কথাবার্তা Formal বা informal বিশেষ রীতিনীতি, ব্যবস্থা অনুসারে ভাষার বৈচিত্র্য ও বিকল্পন এর মধ্যে পড়ে।

১৩.৪.১ ভাষারীতির বদল

উপলক্ষ্য বা পরিস্থিতি অনুসারে ভাষারীতির বদল ঘটে। একে Code matching বা সংকেত বদল বলা হয়। এক এক ধরনের বিষয়বস্তুর জন্য এক এক ধরনের ভাষা। ফিশম্যান ভাষারীতির এই বদলের কথা যেমন বলেছেন তেমনি বলছেন এক এক দেশে আবার ভাষা বদলও ঘটে। বাংলাভাষী লোকেরা অনেক সময় রেগে গেলে হিন্দি বা ইংরেজি বলেন। কোন ভাষা কী উপলক্ষ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা লক্ষ্য করা এক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি।

১৩.৪.২ উচ্চতম ভাষা-দ্বিবাচন

● উচ্চতম ভাষা

মান্য বা সম্ভ্রান্ত ভাষা এই সব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপরে থাকে। সবচেয়ে নীচে থাকে সম্ভ্রমহীন ভাষা। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে যেমন,

সবচেয়ে ওপরের স্তর—মান্য চলিত বাংলা

সবচেয়ে নিচের স্তর—মস্তান ও অপরাধীদের ভাষা, রসের ভাষা

আর সামাজিক নানা স্তরের ভাষা এর মাঝখানে। মান্য ভাষা সবসময়ই ওপরের স্তরে থাকে। আবার শিক্ষিত লোকজন অনেক সময় বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে বলেন। হিন্দু ধর্মের সংস্কৃত আর ইসলাম ধর্মের আরবি মেশানো বাংলার মর্যাদা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে শিষ্ট বাংলার চেয়েও বেশি। পবিত্র সরকার জানিয়েছেন রাজভাষা, দেবভাষা, প্রভৃতি শব্দই সেই মর্যাদা প্রকাশক শব্দ। তবে সাধারণভাবে মান্য ভাষাই অন্য ভাষাগুলির থেকে ওপরে থাকে। তাই ভাষাবিজ্ঞানে একে উচ্চতম ভাষা বা Acrolect বলা হয়।

● **দ্বিবচন**

উচ্চতম ভাষা (Acrolect) হিসাবে মান্য ভাষার আবার একাধিক রূপ থাকতে পারে। এই রূপগুলির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হয়। বাংলাভাষার সাধু ও চলিত এই দুই স্ট্যান্ডার্ড ১৯৫০ পর্যন্ত পাশাপাশি চলেছে। ১৯৫০ এর পর চলিত ভাষার প্রভাবে বেড়েছে। ১৯৬১ তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর দিন থেকে সংবাদপত্রে চলিত ভাষা গৃহীত হওয়ার পর থেকে চলিত ভাষার প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দুটি স্ট্যান্ডার্ড যখন পাশাপাশি চলে তখন যে অবস্থা তৈরি হয় তাকে 'diglossia' বলে চিহ্নিত করেছেন চার্লস এ যার্জুসন।

এই পরিভাষাটি তিনি মার্কইস ব্যবহৃত 'diglossie' থেকে গ্রহণ করেন। দ্বিবচন বলতে তিনি একই ভাষার দুটি রূপের বা উপভাষার সমাজনির্দিষ্ট বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করাকে বুঝিয়েছেন। তিনি উচ্চ বাংলা অর্থাৎ সাধু ভাষা ও শিষ্ট চলিত ভাষার পার্থক্য এবং পাশাপাশি অবস্থানকে দেখিয়েছেন। এছাড়া তিনি সুইজারল্যান্ডের জার্মানভাষী লোকের উচ্চ উপভাষা বা প্রাচ্য জার্মান ও নিম্ন উপভাষা অর্থাৎ স্থানীয় সুইসজার্মান ভাষা ব্যবহার লক্ষ করেছেন। লক্ষ করেছেন হাইতি তে ব্যবহৃত হচ্ছে উচ্চ উপভাষা মান্য ফরাসি আর নিম্ন উপভাষা ফরাসিক্রেওল। ফার্গুসন দ্বিবচন নির্বাচনের ন'টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এগুলি হল—

ক. **ফাংশান ঃ**

কতকগুলি বিশেষ স্থানে এবং পরিস্থিতিতে উচ্চ উপভাষা বা নিম্ন উপভাষা ব্যবহৃত হবে। যেমন, বেয়ারা, কেরানি প্রভৃতিকে আদেশ পরিবার বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথাবার্তায়, বেতারের জনপ্রিয় নাটকে লোকসাহিত্যে নিম্ন উপভাষা ব্যবহৃত হবে। আর ধর্মস্থানে, বক্তৃতায়, শিক্ষকতায়, বেতারে প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হবে উচ্চ উপভাষা।

খ. **মর্যাদা ঃ**

সাধারণভাবে উচ্চ উপভাষার মর্যাদা বেশি। অনেক ক্ষেত্রে আবার নিম্ন উপভাষাকে প্রকৃতভাষা বলে মনে করাই হয় না।

গ. **সাহিত্যিক উত্তরাধিকার ঃ**

সাধারণভাবে সাহিত্য উচ্চ উপভাষাতেই রচিত হয়। অনেকে আবার নিম্ন উপভাষায় লেখা লোকসাহিত্যকে উচ্চ উপভাষায় সংশোধন করে প্রকাশ করেন।

ঘ. **ভাষাশিক্ষা ঃ**

ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু কিন্তু নানা উপভাষাই শেখে। স্কুল-কলেজে শেখে ফর্মাল ভাষা।

ঙ. **আদর্শরূপ ঃ**

উচ্চ উপভাষার ব্যাকরণ আছে। নির্দেশমূলক বা আদর্শব্যাকরণ তৈরি হয় উচ্চ উপভাষার উপর ভিত্তি করে। ফলে, তার একটি মান্য রূপ বা আদর্শরূপের ঐতিহ্য বর্তমান। নিম্ন উপভাষার ক্ষেত্রে সেরকম ঐতিহ্য নেই।

চ. **স্থায়িত্ব ঃ**

দ্বিবচন দীর্ঘকাল ধরে চলে আসে। অনেকসময় কোনো একটি ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও বোধহয় বিলুপ্ত হতে দীর্ঘসময় নেয়। যেমন, বাংলা ভাষায় সাধুভাষা বিলুপ্তির পথে চলে এলেও অনেক সাহিত্যিক নতুন করে এই ভাষার প্রতিষ্ঠা দিতে চান। যেমন কমলকুমার মজুমদারের লেখার ভাষা।

ছ. **ব্যাকরণ ঃ**

ব্যাকরণগত দিক দিয়েও উচ্চ উপভাষার ও নিম্ন উপভাষার তফাত থাকে। নিম্ন উপভাষায় ব্যাকরণগত জটিলতা অনেক কম থাকে। যেমন বাংলা সাধু ও চলিত ভাষায় ব্যাকরণগত পার্থক্য হিসাবে বলা যায় ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ আলাদা-যাইতেছে (সাধু) যাচ্ছে (চলিত) ইত্যাদি।

জ. **শব্দভাণ্ডার ঃ**

শব্দভাণ্ডারে তেমন কোনো তফাত দেখা যায় না। তবে উচ্চ উপভাষায় পারিভাষিক শব্দ, স্বল্প প্রচলিত শব্দ বা পরিবর্তিত শব্দের ব্যবহার বেশি। উচ্চ উপভাষার শব্দভাণ্ডারের মার্জিত রূপটিও লক্ষ্য করা যায়।

ঝ. **ধ্বনিতত্ত্ব ঃ**

ধ্বনিতত্ত্ব পার্থক্য তেমন দেখা না গেলেও কখনো কখনো দেখা যায়। সুইস জার্মান ও মান্য জার্মানের ক্ষেত্রে বেশ তফাত দেখা যায়।

১৩.৫ দ্বিভাষিকতা

ফিশম্যান 'domain' বা এলাকা-এই পরিভাষাটি প্রয়োগ করেন। তিনি স্থিতিশীল দ্বিভাষী সমাজ এবং অস্থিতিশীল দ্বিভাষী সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। স্থিতিশীল দ্বিভাষী সমাজে আছে দ্বিবচন। জীবনের নানা ক্ষেত্রে দুটি ভাষাকে ব্যবহার করা হয়। আর অস্থিতিশীল দ্বিভাষী সমাজে ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রের তেমন কঠোর নয়। মাতৃভাষা ও অন্যভাষা পাশাপাশি চলে।

ক্লস দু'রকমের দ্বিভাষিকতার কথা বলেছে। আর এগুলি হল অন্তদ্বিভাষিকতা ও বর্হিঃদ্বিভাষিকতা। ফিশম্যান গাম্পার্জকে অনুসরণ করে বলেন যে, বহুভাষিক দেশে দ্বিবচন উপলব্ধি করা যায়। যেখানে স্থানীয় ভাষা ও ধ্রুপদী ভাষা আছে সেখানে ব্যবহৃত হয়। যেখানে আলাদা আলাদা উপভাষা, রেজিস্টার বা নানা ধরনের ভাষাবৈচিত্র্য আছে সেখানেও পাওয়া যায়।

দ্বিভাষিকতা বা বহুভাষিকতায় জায়গাটি 'situation shifting' বা 'Code swituching'-এর এলাকা। এক ভাষাবৈচিত্র্য থেকে অন্য ভাষাবৈচিত্র্যে অবস্থা অনুসারে পরিস্থিতিও প্রয়োজন অনুসারে আমরা চলে যাই। তাই সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন একজন মানুষ একাধিক ভাষা ব্যবহার করতে পারে। বহুভাষিক দেশে এ ব্যাপার প্রায়শই ঘটে। একে বহুভাষিকতা (Polylingualism) বা দ্বিভাষিকতা (bilingualism) বলে। যদি একাধিক উপভাষা বা সমাজউপভাষা ব্যবহার করে তবে তাকে দ্বি-উপসর্গ ব্যবহার করতে হয়। যেমন, ইট ভাঁটার কর্মরত সাঁওতালরা নিজেদের মধ্যে সাঁওতালি ভাষা বলে আর দোকানে বাজারে বা বাংলাভাষী লোকের সঙ্গে বাংলাভাষা ব্যবহার করে। এটি দ্বিভাষা ব্যবহারের নিদর্শন হিসাবে দেখা যেতে পারে।

১৩.৬ রেজিস্টার

রেজিস্টার বিষয়ক ধারণাটি তৈরি হয়েছে ইংলন্ডে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে রিড ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য বোঝাতে রেজিস্টার পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন। হ্যালিডে প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী রেজিস্টার সম্পর্কে বলেন

যে, মানুষের ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য বোঝাবার জন্যে ভাষা, উপভাষা, ছাড়াও রেজিস্টার বিশেষ সাহায্য করে। এঁরা রেজিস্টারকে 'ব্যবহার অনুসারে ভাষাবৈচিত্র্য' হিসাবে দেখেছেন। হ্যালিডে উপভাষা বলতে ভাষাব্যবহারকারী অনুসারে ভাষাগত বৈচিত্র্যকে বুঝিয়েছেন আর রেজিস্টার বলতে ভাষা ব্যবহার অনুসারে যে বৈচিত্র্য হয়—তাকেই বুঝিয়েছেন। তিনি রেজিস্টারের তিনটি মাত্রার কথা বলেছেন। এগুলি হল—

ক. বচন এর ক্ষেত্র (field) ।

ক্ষেত্র বলতে বোঝায় কেন এবং কীসের জন্য কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার করা হয় তাকে বোঝাচ্ছে। যেমন, পড়াশুনো সম্পর্কিত কথাবার্তা, খেলাধুলো সম্পর্কিত কথাবার্তা ইত্যাদি।

খ. বচন এর প্রকার (mode) ।

কীভাবে কথা বলা হচ্ছে তা বোঝায়। কোন্ বিশেষ অবস্থায়, পরিবেশ বা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে। মাধ্যমটি লিখিত না মৌখিক তা বোঝাচ্ছে ইত্যাদি।

গ. বচন এর রীতি (style) ।

কাকে বলা হচ্ছে। সামাজিক সম্পর্ক অনুসারে ভাষা ব্যবহারের যে বদল ঘটে তাকে রীতি বলা হয়। যেমন, শিক্ষক ছাত্র, বাবা-মেয়ে, ভাই-বোন, অপরিচিত লোক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বদলে যায় ভাষারীতি।

মৃণাল নাথ 'ভাষা ও সমাজ' গ্রন্থে খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন,

১. আপনার যন্ত্রণার উপশমের জন্য একটি বড়ি লিখে দিচ্ছি।

২. খানিক পর কাড়ায় আলু ও টমাটো ছেড়ে দিন। কষতে থাকুন। কিছুক্ষণ কষা হলে কড়ায় অল্প জল ঢেলে দিন। সঙ্গে দিন আন্দাজমতো নুন ও মিষ্টি।

প্রথমটি চিকিৎসকের ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়টি রান্না শেখানোর ক্ষেত্র আলাদা প্রসঙ্গ আলাদা এবং ভাষারীতিও পৃথক।

ফলে, মান্য ভাষার মধ্যেও আছে রেজিস্টারগত ভাষাবৈচিত্র্য। পবিত্র সরকার ব্রাইট ও ফিশম্যান অনুসারে জানান যে,

"রেজিস্টার আর কিছুই নয়, শ্রোতা (receiver of the message) এবং উপলক্ষ্য (setting)-এ দুয়ের প্রভাবে একটি ভাষার ব্যবহারে যে রীতিগত বৈচিত্র্য ঘটে, তাই। এ বৈচিত্র্য ভাষার যে কোন উপভাষার মধ্যেই ঘটতে পারে, তবে লেখার উপভাষায় একটু বেশি ঘটে।" ['সমাজ ভাষা বিজ্ঞান', 'ভাষা-দেশ-কাল']

১৩.৭ সমাজভাষা ও সামাজিক স্তর

সামাজিক স্তরের কথা সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। তাঁরা দেখেছেন, ভাষার সামাজিক স্তরভেদ সামগ্রিকভাবে সমাজভাষা বা sociolect-এর পরিচয় বহন করে। কিন্তু, সামাজিক স্তরভেদ খুব একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়নি। কাজ চালানো গোছের ধারণার আশ্রয় নিয়েই সমাজভাষাবিজ্ঞানের চর্চা চলে বলে মনে করেন পবিত্র সরকার।

ক. জাতি উপভাষা ঃ

জাতি অনুসারে সমাজভাষার একটি শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। তা এক এক দেশে এক এক রকম। কারণ সমাজ নির্দিষ্ট ও প্রথা হিসাবে চলে আসা স্তরগুলি গ্রহণ করা হয়। মৃণালনাথ 'ভাষা ও সমাজ' গ্রন্থে K. Ranger এর An outline of Tamil socialinguistics (1986) অনুসরণে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে জাতিগত স্তরটি নির্দেশ করেন।

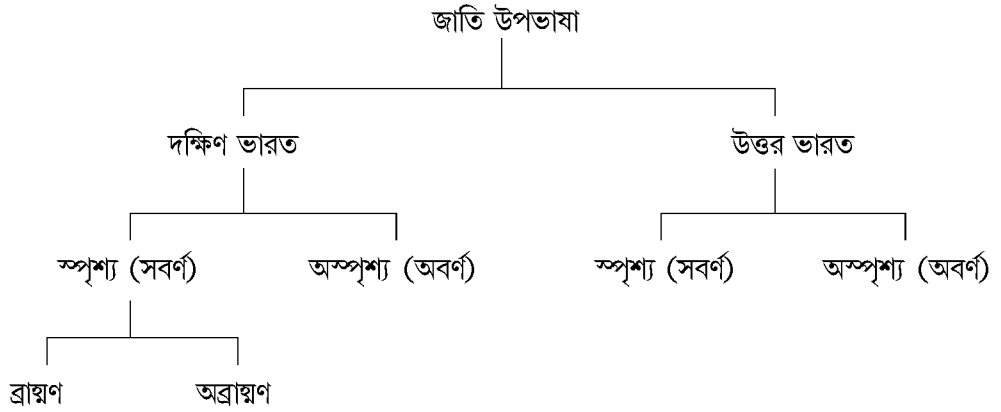

পূর্বভারতে বিশেষত বাংলাভাষা যেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সব অঞ্চলে একসময়ে এই জাতিগত ভেদ যে প্রবলমাত্রায় ছিল তার প্রমাণ ভাষার মধ্যে রয়ে গেছে।

খ. নৃ-গোষ্ঠী অনুসারে উপভাষা ঃ

একই সময়ে বা দেশে যেমন একাধিক নৃ-গোষ্ঠী একই ভাষায় কথা বলে তখন মূল ভাষা ব্যবহারকারীর ভাষার সঙ্গে নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহারের তফাত দেখা যায়। আমেরিকায় নিগ্রোদের অর্থাৎ কৃষ্ণকায়দের ইংরেজি আর শ্বেতকায়দের ইংরেজির মধ্যে তফাত আছে। আমাদের দেশে সাঁওতাল গোষ্ঠীর লোকেরা যখন কথা বলেন তখন শিক্ষিত সম্প্রদায় আদর্শ ভাষাটিকে গ্রহণ করেন আর অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষা তখন আলাদা হয়ে যায়।

গ. ধর্ম অনুসারে উপভাষা ঃ

মেকলে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু তফাৎ আছে তা লক্ষ করেছিলেন। রাজীব হুমায়ুন বাংলাভাষী হিন্দু মুসলমানের ভাষা ব্যবহারগত বৈচিত্র্য দেখান। যেমন,

	ধর্মের ভাষা	আত্মীয়তার ভাষা	দ্রব্য
হিন্দু—	স্বর্গ-	বাবা, মা, মাসি, পিসি,	জল
মুসলমান—	বেহেশত-	আব্বা, আম্মা, খালা, ফুফু	পানি

ঘ. শ্রেণি উপভাষা ঃ

লেবভ পেশা বা জীবিকা, শিক্ষা এবং আয় বা অর্থনৈতিক অবস্থা—এই তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণির স্তরবিন্যাস করেছিলেন। তিনটি মানদণ্ডকেই তিনি সমান গুরুত্ব দেন। এভাবে তিনি নিউইয়র্কে চারটি শ্রেণি পান।

১. নিম্নশ্রেণি, ২. শ্রমিক শ্রেণি, ৩. নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি, ৪. উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ট্রাডজিল একে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করেন।

১. মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ২. নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি, ৩. উচ্চ শ্রমিক শ্রেণি, ৪. মধ্য শ্রমিক শ্রেণি, ৫. নিম্ন শ্রমিক শ্রেণি। তিনি মানদণ্ড হিসাবে জীবিকা, আয়, শিক্ষা, বাসস্থান, এলাকা ও পিতার আয় এই ছ'টি সূচক ব্যবহার করেছিলেন।

১৩.৮ মিশ্র ভাষা

সমাজের নানা স্তরের মানুষের ভাষা সমাজভাষাবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। যখন দুটো ভাষা পাশাপাশি অবস্থান করে তখন মিশ্র ভাষা তৈরি হয়। মিশ্র ভাষা হিসেবে পিজিন ও ক্রেওল ভাষা পাওয়া যায়।

১৩.৮.১ পিজিন ভাষা

ইংরেজি (Business) শব্দটি চিনা ভাষায় হল পিজিন। আর তার থেকেই এইরকম বিকৃত উদাহরণের ইংরেজি ভাষা নাম হয় পিপিন ইংলিশ। প্রধানত ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্য যখন দুটি ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর লোক দুটি ভাষার মিশ্ররূপ ব্যবহার করে তখন তাকে পিজিন বলা হয়। সারা পৃথিবীতে বেশি কিছু পিজিন মূলত ব্যাবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে গড়ে উঠেছে। এটি দ্বিতীয় ভাষা বা L2 হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পিজিনকে যোগাযোগের ভাষা বলা হয়। মাতৃভাষা হিসেবে সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। পিজিনের এলাকা সীমিত এলাকা। তার শব্দ ভাণ্ডারও সীমিত। এ ভাষার ব্যাকরণ সরল। ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কথাবার্তা এবং অল্প কথাবার্তা বলা থেকেই পিজিনের জন্ম হয়। একাধিক ভাষাগোষ্ঠীর মিলনে তৈরি হওয়া পিজিনে নীচের স্তর হিসাবে স্থানীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়।

একই ভাষা সম্প্রদায়ের লোক কখনো নিজেদের মধ্যে পিজিন বলবে না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উৎস থেকেই অধিকাংশ পিজিন তৈরি হয়েছে। তাই ইংরেজি, ফরাসি, পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ এই সব ভাষার ভিত্তিতেই অধিকাংশ পিজিনের উদ্ভব হয়েছে।

সিঙ্গাপুর, হংকং সাংহাই প্রভৃতি বন্দরে চিনাদের মুখেই ইংরেজি ভাষা একটি পিজিন তৈরি করেছে। এর নাম পিজিন ইংলিশ। মেলানেশিয়া, নিউগিনি অঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জে বহু ভাষা। এক ভাষাগোষ্ঠী অন্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা বুঝতেও পারে না। আর তার ফলে এই অঞ্চলে তৈরি হয়েছে পিজিন ইংলিশ। এখন এটি মান্য বা স্ট্যান্ডার্ড ভাষা হিসাবে গৃহীত। পশ্চিম আফ্রিকা ও বোর্নিও অঞ্চলে পোর্তুগিজ ভাষাকে নিয়ে একটি পিজিন পোর্তুগিজ ভাষা তৈরি হয়েছে। জার্মানে অবস্থিত তুর্কি শ্রমিকরা পিজিন জার্মানে কথা বলে। ভারতবর্ষে চার রকমের পিজিনের কথা পাওয়া যায়। উপনিবেশ স্থাপিত হলে সেখানে পিজিন ভাষার উদ্ভব ঘটে। পরে তা লোপ পেতে পারে।

১৩.৮.২ ক্রেওল ভাষা

'ক্রোয়োল হল পিজিনের পরবর্তী ধাপ। পিজিন কোনো ভাষাগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষারূপে গণ্য হলেই তা ক্রোয়োল হয়ে যায়। ক্রোয়োলকে পূর্ণাঙ্গ ভাষা হিসাবেই গ্রহণ করা যায়।' [পবিত্র সরকার, ১৯৮৬, ১৭১-১৭২]

ইউরোপের ভাষাকে অবলম্বন করেই অধিকাংশ ক্রোয়োল তৈরি হয়েছে। মৃণাল নাথ জানান যে, পোর্তুগিজ Criouls থেকে এসেছে ইংরেজি creole শব্দটি। এর অর্থ-ক্রান্তিবৃত্তীয় ও অর্ধক্রান্তিবৃত্তীয় অঞ্চলে জাত ও পতিপালিত ইউরোপীয় মানুষ। পরে অর্থবিস্তার ঘটে, স্থানীয় ও ইউরোপীয় নয় এমন লোকজনদেরও বোঝাতে থাকে। পরে, ক্যারিবীয় অঞ্চলেও পশ্চিম আফ্রিকার ক্রেয়লদের দ্বারা কথিত কোন কোন ভাষা বোঝায়।

আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত চিনুক, জারগণ চিনুক ও নুটকা ভাষা থেকে উদ্ভূত। আফ্রিকায় সোয়াহিলি থেকে উদ্ভূত ক্রেয়াল ব্যবহৃত হয়। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ও তার আশেপাশে, পশ্চিম আফ্রিকায় ছোটোখাটো গোষ্ঠীত, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রোয়াল বলা হয়। উৎস হিসাবে ক্রেয়েলের নানা শ্রেণি হতে পারে। যথা, ইংরেজি ভাষা নির্ভর ক্রেয়ল, ফরাসি ভাষা নির্ভর ক্রেয়ল, পোর্তুগীজ ভাষানির্ভর ক্রেয়ল, ওলন্দাজ নির্ভর ক্রেয়ল, আরবি ভাষা নির্ভর ক্রেয়ল ও সোয়াহিলি ভাষা নির্ভর ক্রেয়ল।

১৩.৯ সারাংশ

বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান বক্তা-শ্রোতা এবং উপলক্ষ্য অনুসারে ভাষাগত পার্থক্য করা যায়। উপলক্ষ্য অনুসারে সংকেত বদল ঘটে—উচ্চতম বা নিম্নতম ভাষা নির্বাচন করে ব্যবহার করা হয়। মান্য ভাষার একাধিক রূপ পাশাপাশি চলতে পারে। একে দ্বিবচন বলা হয়। একাধিক ভাষা যেখানে পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় সেখানে আর ব্যবহার বা ক্ষেত্র অনুসারে ভাষা ব্যবহারকে রেজিস্টার বলা হয়। সমাজভাষার নানা সামাজিক স্তর বা শ্রেণি অনুসারে উপভাষাগত পার্থক্য পাওয়া যায়। একে শ্রেণি উপভাষা বলে। দুটি ভাষার পাশাপাশি অবস্থান থেকে মিশ্রভাষার উদ্ভব হয়। যোগাযোগের ভাষা হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ের এই মিশ্রভাষাকে পিজিন বলে। আর মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষার মর্যাদা যদি কোনো মিশ্র ভাষা পায়, তবে তাকে ক্রোয়েল ভাষা বলে। বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানে এই ধরনের বৈচিত্র্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায় এবং নিদর্শনগুলির বিশ্লেষণ করা হয়।

১৩.১০ অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ক. বক্তা খ. শ্রোতা গ. উপলক্ষ্য ঘ. দ্বিবচন ঙ. দ্বিভাষিকতা চ. রেজিস্টার ছ. পিজন জ. ক্রোয়েল ঝ. শ্রেণি উপভাষা

২। ভাষারীতির বদলের ক্ষেত্রে বক্তা-শ্রোতা-উপলক্ষ্যর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করুন।

৩। উচ্চতম ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিবচন-এর নানা দিক আলোচনা করুন।

৪। সমাজভাষার পরিচয় জানার ক্ষেত্রে ভাষার সামাজিক স্তরভেদ-এর গুরুত্ব কোথায়? এই প্রসঙ্গে শ্রেণি উপভাষা কত ধরনের হতে পারে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫। মিশ্রভাষা হিসাবে পিজিন ও ক্রেয়ল-এর পরিচয় দিন।

১৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, ১৯৮৩, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ, রত্নাবলী, কলকাতা।

নাথ, মৃণাল, ১৯৮৯, সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা,

১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ

সরকার, পবিত্র, ১৯৮৪, ভাষা-দেশ-কাল

হুমায়ুন, রাজীব, ২০০১, সমাজভাষাবিজ্ঞান

Hudson, R. A. 1980 Sociolinguistics

Labor, W. 1978, 'Sociolinguistics' Patterns, Philadelphia, University of Pennsylvanir press

Trudgill, P. 1974, Sociolinguistics, Hamondsworth, Pengins books.